বীর মুক্তিযোদ্ধা চারুশিল্পী গোলাম মোস্তফা’র ইন্তেকাল, চোখসহ দেহ দান করলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও চারুশিল্প গোলাম মোস্তফা ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রজিউন।

আজ শুক্রবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ঢাকার আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোলাম মোস্তফার ইন্তেকালের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর ভাতিজা তামজিদুর রহমান মুক্তি। মৃত্যুর আগ মুহুর্তে আয়ু পেয়েছিলেন ৮২ বছর। দুই কন্যা শুভ্রা ও প্রভা এবং স্ত্রী মেহেরন নেছাসহ অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেলেন।

তামজিদুর রহমান মুক্তি জানিয়েছেন, জীবদ্দশাতেই তিনি মানবতার প্রতি অনন্য দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়ে নিজের চোখসহ দেহ ঢাকা মেডিকেল শিক্ষার উদ্দেশ্যে দান করে গেছেন। জীবনভর শিল্পে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত এই মানুষটি মৃত্যুর পরও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলা বিভাগ থেকে পাশ করেন। তিনি ছিলেন দেশ বরেণ্য চারুশিল্পী জয়নুল আবেদিনের ছাত্র। তাঁর মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে দেয়ার প্রস্তুতি চলছে।

পারিবারিক ভাবে জানানো হয়েছে গোলাম মোস্তফার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সন্ধায় তাঁর নিজ গ্রামের সামাজিক কবরস্থানে। জানাজা শেষে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মেহেরপুরের সর্ব স্তরের মানুষ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও গভীর কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছে এই মানুষটিকে।

[redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted], [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীর পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি ও অধিকার আদায়ে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে আসছেন। এ কারণে অতীতে তিনি নানা নির্যাতন ও হয়রানিরও শিকার হয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, জাকির হোসেন শুধু শিক্ষক সমাজেরই নয়, মেহেরপুর জেলারও গর্ব। তাঁর দ্রুত রোগমুক্তি কামনায় মহান আল্লাহর কাছে সবাইকে দোয়া করার আহ্বান জানান তারা। এ সময় তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভা শেষে জাকির হোসেনের রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাওলানা এনামুল ইসলাম।

গাংনীতে বর্ষা মৌসুমে গ্রামে বেড়েছে সাপের আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনীতে হঠাৎ বেড়েছে সাপের উপদ্রব। দিন-রাত মানুষের মধ্যে সাপের আতঙ্ক বিরাজ করছে। মানুষের শয়নকক্ষেও মিলছে সাপের দেখা। গত শনিবার রাতে বিষধর সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বিষধর সাপ দেখা দেওয়ায় জনমনে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বর্ষা মৌসুম এলেই গাংনীতে সাপের উপদ্রব বেড়ে যায়। তবে বর্তমানে যে সাপগুলো দেখা যাচ্ছে, তা পাঁচ-সাত বছর আগেও দেখা যেত না। স্থানীয়রা বলছেন, এগুলো অত্যন্ত বিষধর। সাপগুলোর মধ্যে কালাচ, চন্দ্রবোড়া ও পদ্মগোখরা অন্যতম। গত সোমবার একজনের বাড়ির গেটের সামনে বিষধর সাপ দেখতে পেয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মো. তামিম হোসেন নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, “গত সোমবার বাড়ির গেটের সামনে একটি সাপ দেখতে পাই। লোকজন বলছে এটি কালাচ বা চন্দ্রবোড়া। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, পরে লোকজন ডেকে সাপটি মেরে

ফেলি। সাপটি মারার পর থেকে আমার মনে এখন সাপের আতঙ্ক কাজ করছে।

সাপ ধরার কাজে নিয়োজিত মো. রিয়াজুল ইসলাম জানান, চলতি বছরে তিনি প্রায় সাড়ে ৩০০ পদ্মগোখরা সাপ ধরেছেন। গত এক সপ্তাহেই ধরেছেন প্রায় ১০০টি সাপ। তিনি ৩২ বছর ধরে এ পেশায় আছেন এবং সাপ ধরার কৌশল তার বাবার কাছ থেকে শিখেছেন। ধরা পড়া জীবিত সাপগুলো তিনি সাপুড়েদের কাছে দিয়ে দেন।

সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসার বিষয়ে মো. মোমিদুল ইসলাম বলেন, “মানুষ এখনো কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়ফুক করায় বিশ্বাসী। এটা ঠিক নয়। সাপে কাটা রোগীকে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এন্টিভেনম দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে। ঝাড়ফুকের ওপর ভরসা করে সময় নষ্ট করা একদম উচিত নয়।”

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. একরামুল হক বলেন, “সাপে কাটার পর অধিকাংশ পরিবার রোগীকে হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা বা কবিরাজের কাছে নিয়ে সময় নষ্ট করে। সচেতনতার অভাবেই সাপে কাটা রোগী মারা যায়। সাপে কাটার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে আনতে হবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পর্যাপ্ত এন্টিভেনম মজুত আছে। দেরি না করে দ্রুত হাসপাতালে আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

শিক্ষার আলোয় গড়ে তুলতে হবে দক্ষ প্রজন্ম

মেয়েরা সমাজের বোঝা নয়, বরং সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে।

মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনীতে আয়োজিত এক সচেতনতামূলক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায় এ কথা বলেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের যৌথ আয়োজনে

বামন্দী বাজার প্রাঙ্গণে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় মাদক, অনলাইন জুয়া, মোবাইল আসক্তি, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, ইভটিজিং ও আত্মহত্যা প্রতিরোধে জোরালো আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “মাদক নির্মূল করতে হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ভালো কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। তবেই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, “বাল্যবিবাহের কারণে সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে।

আমাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে এবং মেয়েদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। নারীদের কখনোই সমাজের বোঝা মনে করা যাবে না।নারীরা বোঝা নয়, শিক্ষার আলোয় গড়ে তুলতে হবে দক্ষ প্রজন্ম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় সামাজিক নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. নুরুল হুদা। এ সময় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশীদ বাচ্চু, যুবদল নেতা সম্রাট বিশ্বাস, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ আলমসহ স্থানীয় ইউপি সদস্য, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত এবং সুন্দর সমাজ গড়তে প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।

গাংনীতে সাপের কামড়ে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সাপের কামড়ে জুই খাতুন (১৩) নামে এক সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

জুই খাতুন উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের জামাল উদ্দিনের মেয়ে এবং স্থানীয় এবাদতখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

প্রতিবেশী হাসিবুল ইসলাম জানান, শনিবার রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকার সময় বিষধর একটি সাপ জুইকে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণ পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

গাংনীতে মোটরসাইকেল ও পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনীতে মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবুল হাশেম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে গাংনীর ঝিনেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকসহ আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত আবুল হাশেম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মৃত দৌলত হোসেনের ছেলে। তিনি বর্তমানে গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুল পাড়ায় বসবাস করতেন।
আহতরা হলেন—মোটরসাইকেল চালক গাংনী উপজেলার গরীবপুর গ্রামের রঞ্জিত হোসেনের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২০) এবং পাখিভ্যান চালক শিশিরপাড়া গ্রামের সদর উদ্দিনের ছেলে আব্দুর রহমান (৪০)।

নিহতের স্বজন বাবু হোসেন জানান, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত আবুল হাশেম পাখিভ্যানে করে ওষুধ কিনতে বাজারে যাচ্ছিলেন। ঝিনেরপুল এলাকায় পৌঁছালে সড়ক পার হতে যাওয়া এক পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে পাখিভ্যান চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান দিকে চলে যান। এসময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে যাত্রীসহ ভ্যানটি সড়কে ছিটকে পড়ে।
এতে তিনজন গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে আবুল হাশেমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে খলিশাকুন্ডি এলাকায় পৌঁছালে তাঁর মৃত্যু হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. নাহিদ হাসান জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আবুল হাশেমের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে লোডশেডিংয়ের মধ্যেই ‘বিস্ফোরক’ বিদ্যুৎ বিল

তীব্র লোডশেডিংয়ের কবলে পড়ে নাভিশ্বাস অবস্থা মেহেরপুরের গাংনীর বাসিন্দাদের। এর ওপর ‘মরার ওপর খাঁড়ার ঘা’ হয়ে দাঁড়িয়েছে

অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল।

জুন মাসের বিদ্যুৎ বিল হাতে পেয়ে গ্রাহকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ গ্রাহকের অভিযোগ, তাদের বিল আগের মাসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে, যা স্বাভাবিক বিদ্যুৎ খরচের হিসাবের বাইরে।

স্থানীয়রা জানান, গত মে মাসে এলাকায় বিদ্যুতের আসা-যাওয়ার হার ছিল ব্যাপক। লোডশেডিংয়ের কারণে অধিকাংশ সময় বিদ্যুৎ ছিল না। এমন পরিস্থিতিতে বিলের পরিমাণ আগের মাসের তুলনায় অনেক বেশি আসায় সাধারণ গ্রাহকরা হতবাক।

ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক তানিম আহমেদ বলেন, ‘মে মাসে আমার বিল এসেছিল ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা। অথচ লোডশেডিংয়ের মধ্যেও জুন মাসে তা ১৫০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। মিটার রিডাররা সঠিক সময়ে মিটার দেখে গেছেন কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে।

হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহক বলেন,গত মাসে আমার বিদ্যুৎ বিল এসেছিল ৪০০০ টাকা।আর এ মাসে এসেছে সাড়ে ৫ হাজার টাকা।কিন্তু গত মাসে চরম লোডশেডিং ছিল তারপরও এত বিদ্যুৎ বিল কেন হলো বুঝতে পারছি না।আমাদের এমন অবস্থা কাগজে লেখা হয়ে গেলেই দিতে বাধ্য থাকতে হবে।

সুজন আহমেদ নামের আরেক গ্রাহক জানান, গত মাসে তার বিল ছিল ৮০০ টাকা, এবার তা বেড়ে হয়েছে ১৪০০ টাকা। একইভাবে হাসানুজ্জামান নামের এক গ্রাহকের বিল ৪০০০ থেকে বেড়ে ৫,৫০০ টাকা হয়েছে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, পল্লী বিদ্যুৎ অফিস থেকে বিল পরিশোধের জন্য মাইকিং করা হলেও, কেন ঘনঘন লোডশেডিং হচ্ছে, তা নিয়ে কোনো স্বচ্ছ তথ্য দেওয়া হয় না। উল্টো অতিরিক্ত বিল পরিশোধের চাপে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। তারা জানান, সঠিক সময়ে বিল না দিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ভয়ে অনেকে অভিযোগ করার সাহসও পান না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বামন্দী পল্লী বিদ্যুৎ সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ও অ্যান্ড এম) মো. সৌমিক নাসের বলেন, ‘জুন মাসে বিল অস্বাভাবিক হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

মূলত মে মাসের ব্যবহারের বিল জুনের সাথে সমন্বয় হওয়ার কারণে এমনটা হতে পারে, যা অনেক গ্রাহক বুঝতে পারছেন না। আমরা গ্রাহকদের

আশ্বস্ত করতে চাই, কারো বিলে ভুল থাকলে অফিসে যোগাযোগ করুন। আমরা তা যাচাই করে দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করব।

বিদ্যুৎ বিভাগের এমন আশ্বাসেও গ্রাহকদের ক্ষোভ কাটছে না, বরং তাদের দাবি অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে প্রকৃত ব্যবহারের ভিত্তিতে বিল প্রদান করা হোক।

গাংনীর চরগোয়ালগ্রামে বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের একটি বাড়ি থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। গেলো রাত ১টার দিকে গাংনী থানার কুমারীডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা উদ্ধার করে প্রাথমিক নিষ্ক্রিয় করে।

জানা গেছে, গেলো রাতে চরগোয়ালগ্রামের জাহিদুল ইসলামের বাড়ির ভেতরে বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে আতংকিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তা উদ্ধার করে। লাল স্কচ টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটি পানি-বালু ভর্তি পাত্রে নিরাপদে সরিয়ে নেয় পুলিশ। বোমা সদৃশ্য বস্তু দিয়ে ভয় দেখিয়ে দুর্বৃত্তরা কোন স্বার্থ উদ্ধার করতে চাইছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলমান। ঘটনার সাথে যারাই জড়িত থাকুক পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেবে।